

এক শীতের ঘটনা

ইসমাইল খানের গল্পটা বলি।

ঝড়হত কাকের মতো তার অবস্থা। তিনদিন ধরে তুষারপাত হচ্ছে। শুরুতে বৃষ্টি হচ্ছিলো। তাপমাত্রা শূন্যের নিচে নেমে যাওয়ায় বৃষ্টির পানি যেখানে যে অবস্থায় ছিল, সেখানেই জমে বরফ হয়ে গেছে। আশ-পাশের বাড়িগুলোর লাল টাইলসের ছাদ থেকে গড়িয়ে পড়া পানির প্রবাহ সারি সারি বরফের সুতা হয়ে ঝুলে আছে। গাছে গাছে ঝুলে আছে এরকম আরো হাজারো বরফের সুতা। কৌতুহলে, আনন্দে, খেলাচ্ছলে সেই বরফের সুতা ভেঙে হাতে নিয়ে হাঁটছে বাচ্চা-বুড়ো সবাই। ইসমাইল খানের মাথা শাদা তুষারে ঢাকা। কালো ওভারকোটও শাদা হয়ে গেছে। বেচারি আমার রুমে ঢুকেই সোজা ঢাউস সাইজের ইলেক্ট্রিক হিটারটার ওপর বসে পড়লেন। বড় অদ্ভুত এই হিটারগুলো। পাঁচ থেকে ছয় ফুট লম্বা, দেড়/দুই ফুট প্রশস্ত আর এক ফুট পুরু একটা লোহার বাস্ক। ভেতরে ইট জাতীয় পদার্থে ঠাসা। চার ঘণ্টা অন রেখে এরপর বন্ধ করে দিলে পুরো একটা রাত সমস্ত ঘর গরম রাখে হিটারগুলো। সম্ভবত পূর্ব ইউরোপ ছাড়া আর কোথাও এই হিটার নেই। ওভারকোটটা কোট হাঙ্গারে ঝুলছে, শাদা তুষারের কনাগুলি গলে ফ্লোরের ওপর টপটপ করে পড়ছে।

তিনি এখন কিছুটা ধাতস্থ। তার চোখ ফ্যাকাশে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে কামানো মুখে।

আমি একটা বিপদে পড়েছি কাজী সাহেব। আসলে বিপদ এখন দুইটা।

তা-তো দেখতেই পাচ্ছি। আপনি আরাম করে বসেন।

আমি একটা চেয়ার টেনে তাকে বসতে দিই। কিন্তু তিনি হিটারের ওপর থেকে উঠছেন না। হাতের তালু বারবার হিটারে হোঁয়াচ্ছেন। তার পা কাঁপছে। জবজবে ভেজা চামড়ার জুতো। জুতোর ভেতরে নির্ধাৎ বরফ ঢুকছে। ওর এখন উচিত জুতো-মোজা খুলে শুকাতে দেওয়া এবং পা দুটোকে হিটারের গায়ে শেকা। কিন্তু নুয়ে পড়ে যে জুতোর ফিতে খুলবেন সেই শক্তি তার গায়ে আছে বলে মনে হচ্ছে না। আমি কি ওর জুতো খুলে দেব? একটা শৌ শৌ আওয়াজ হতেই আমরা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই। বরফের চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাইন গাছগুলো মাটিতে নুয়ে পড়ছে। তুষার ঝড় শুরু হয়েছে।

ইসমাইল তার এ অবস্থার জন্য নিজেই দায়ী। গত ডিসেম্বরের ১১ তারিখে তিনি যখন ছুটিতে যান তখন তার ৪৫০ ইউরোর বাসাটি তিনি ছেড়ে দেন। একমাস থাকবো না, ভাড়া দেব কেন? ৪৫০ ইউরো, কম কথাতো না। ত্রিশ হাজার টাকা। ত্রিশ হাজার টাকার শোকে অনেক বাঙালীই এ কাজটি করেন। এই ঝড়-ঝাপটার মধ্যে তিনি আর বাসা খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনদিন ধরে ঘুমাচ্ছেন এর-ওর বসায় কিংবা অফিসের টেবিলের ওপর। সামারে ব্যাক-পেকাররা ইউরোপে বেড়াতে গিয়ে স্টেশনের বারান্দায় শুয়ে পড়ে। কেউ কেউ আরো বেশী অ্যাডভেনচারাস হয়ে খোলা মাঠে বা শহরের একটি বড় স্কয়ারে শুয়েও রাত কাটায়। কিন্তু তাপমাত্রা যখন শূন্যের নিচে তখন নিজের একটা গরম বিছানা খুবই দরকার। ইসমাইল খান ভালো চাকরী করেন। ভালো বেতন পান। তিনি বাংলাদেশ সরকারের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার, এখন লিয়েনে জাতিসংঘে কাজ করছেন। এ কাজটি তিনি না করলেও পারতেন। বাঙালী আয় করা শিখছে, কিন্তু ব্যয় করা শিখছে না। ব্যয়েই আয়ের আনন্দ এই ভেদ বাঙালী কবে বুঝবে?

ছুটি কেমন কাটালেন বলেন?

আমার এই কথা শুনে ইসমাইল খান বারবার করে কেঁদে ফেললেন।

আপনার ভাবী মারা গেছেন।

এই ঘটনার সাতদিনও যায় নি। ওর প্যালেস্টিনিয়ান সহকর্মী সুহা এসে আমাদের কাছে কমপ্লেইন করলেন, ইসমাইল খানের চরিত্র খারাপ। চরিত্র খারাপের নানান ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু সুহা যে ব্যাখ্যা দিলেন সেটা সত্যিই খুব আপত্তিকর। সৌহার্দ্য বিনিময়ের জন্য পশ্চিমা বিশ্বে ছেলে-মেয়েরা অনেকদিন পর দেখা হলে পরস্পরের গালে তিনবার চুমু খায় (ফরাসীরা খায় চারবার)। ইসমাইল খান সুহাকে জোর করে চুমু খেয়েছেন। তাও-গালে না, ঠোঁটে। সুহার রণমূর্তি দেখে আমরা সবাই ভয়ে ভয়ে আছি। এই মেয়ে না আবার সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের কমপ্লেইন ঠুকে দেয়। জাতিসংঘ এই বিষয়টা মোটেও টলারেট করে না। ইসমাইল খান চাকরী হারাচ্ছেন এটা আমরা মোটামুটি নিশ্চিত।

মাসখানেক পরের ঘটনা। আমরা কয়েকজন দ্রাগাশে বেড়াতে গেছি। দ্রাগাশ পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত কসোভোর একটি মিউনিসিপ্যালিটি। ওখানে আমাদের বন্ধু রকিব মন্ডল থাকেন। তখন বরফ পড়ছে না কিন্তু পাহাড়ে পাহাড়ে জমে থাকা বরফের ওপর ঝকঝক করছে শীতের সূর্য। অপূর্ব সুন্দর সেই দৃশ্য। বরফের ওপর দিয়ে পিছলে যাওয়া আমাদের পাহাড়ি দৃষ্টি আকাশের দিগন্তে গিয়ে আটকে যায়। ঝকঝকে স্বচ্ছ কাচের মতো মসৃণ আকাশ। আমরা দ্রাগাশের একটা বাংলা নাম দিয়ে ফেললাম। দিগন্ত আকাশ। বরফের ওপর রান্না করে খাব বলে বেরিয়ে পড়লাম সকাল দশটায়। সাথে নিলাম একটা ছোট্ট গ্যাস ওভেন। যতোই উত্তরে যাচ্ছি, পাহাড় ততোই ওপরে উঠছে। গাড়ির কাচ খুলে হাত বের করে দিলে মেঘ ছোঁয়া যায়। ডানদিকে পাহাড়ের ভেলি নেমে গেছে এতো দূরে যে ভালো করে দেখাও যায় না। মাঝে মাঝেই পাহাড়ি ঝর্ণার কলকল ধ্বনি ভেসে আসছে। আর বাঁ দিকে অপূর্ব সুন্দর সব ভিলা। লাল টাইলসের সারি।

হঠাৎ পাহাড়ের বাঁকে একটা সমতল। প্রকান্ড এক মনাস্টিরি। ওখানেই গাড়ি থামলাম। রান্নার আয়োজনে মেতে উঠলো দলের মেয়েরা। অগ্নির সাথে বরফের বল বানিয়ে গায়ে ছোঁরাছুঁরি শুরু করে দিয়েছে আইজ্যাক আর নিজাম ভাই।

এই নির্জন পাহাড়ের ভেলিতে কে এলো? তাকিয়ে দেখি ওপর থেকে দু'জন মানুষ হাত ধরাধরি করে নেমে আসছে আমাদের দিকে। ওমা, এ যে ইসমাইল খান আর সুহা। ওদের হয়ে গেল? হাস্যোজ্জ্বল সুহা এই নির্জন পাহাড়ের ভেলিতে বরফের গায়ে ছলকে ওঠা সূর্যালোকের সৌন্দর্যে মুগ্ধ। হরহর করে প্রকৃতির সেই রূপের বর্ণনা দিতে দিতে ইসমাইলের গায়ে বারবার ঢলে পড়ছে। আর ইসমাইল খান তার সমস্ত সঞ্চয় প্যালেস্টাইন লিবারেশন ফান্ডে জমা দেবার ঘোষণা দিয়ে ইজরায়েল ও আমেরিকার বিরুদ্ধে এক লম্বা বক্তৃতা শুরু করলেন।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

২০ জুন, ২০০৬